মূল শব্দাবলী
জবাবদিহিতা
পরিশোধ কড়া
বিচার
পরকাল

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

2 May 2025 / 4 Zulkaedah 1446H

শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস রাখাঃ পরকাল সম্পর্কে সচেতনতার সঙ্গে জীবন যাপন

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَٱلشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَٱمْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ٱلدَّاعِي إِلَىٰ رِضْوَانِهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَإِخْوَانِهِ. أَمَّا بَعْدُ، قَالَ تَعَالَى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা ও তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের সচেতনতাকে আরো দৃঢ় করি তাঁর দেয়া সকল আদেশ মেনে চলে এবং সকল নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে রেখে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে বসবাসকালে আমাদের দায়বদ্ধতাগুলিকে তুলে ধরি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে সেসব বান্দাদের একজন করুন যাঁরা মহসিনিন বা ন্যায়পরায়ন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ভাইয়েরা আমার,

এই পৃথিবীতে আমরা যে কাজই করে থাকি না কেন, আমরা দৃঢ়ভাবে আমাদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী পরকাল, বিচারের দিন বা পরিশোধ পাবার দিনে বিশ্বাস করি। এটা এমন একটা দিন যেদিন আমাদের প্রতিটি কাজের বিচার হবে এবং হিসাব নিকেষ দিতে হবে এবং যেদিনের একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা । সমস্ত ক্ষমতা ও সার্বোভৌমত্ব কেবল তাঁর যা কখনও হ্রাস পায় না। সুরা আল ঘাফিরের ১৭ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡۚ لَا ظُلۡمَ ٱلۡيَوۡمَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ١٧

অর্থঃ আজ (এই বিচার দিবসে) প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। আজ যুলুম নেই। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

যা কিছু ভাল কাজ করা হয় মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার বিনিময়ে মঙ্গল প্রতিফল দান করবেন এবং যা কিছু মন্দ তার বিনিময়ে যথাযথ ভাবে ক্ষতিপূরণ ধার্য করবেন কেবলমাত্র তাঁদের ছাড়া যাঁদেরকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্ষমা করেছেন এবং করুণা প্রদর্শন করেছেন।

সুরা আল-যালযালাহ'র ৭ ও ৮ নম্বর আয়াতে তিনি বলেছেন,

فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨

অর্থঃ অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তা-ও দেখতে পাবে।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

এই বিচারের দিন বা পরিশোদের দিনটি একটি তুচ্ছ সাধারণ দিন নয়। এটা প্রবল ভয়াবহ একটা দিন। এটি অত্যন্ত আতঙ্কজনক একটি দিন যেদিন পৃথিবীতে বসবাস করা প্রতিটি মানুষ তাঁর প্রভুর সামনে বিচারের অপেক্ষায় দন্ডায়মান থাকবে। সেইসময়ে মানবকূল অনুধাবন করবেন যে, তাঁদের ভাগ্যে যা লেখা আছে,

তা পরিবর্তন করার আর কোন সুযোগ তার থাকবে না। যে পৃথিবী তাঁরা ছেড়ে গেছেন সেখানে তাঁরা ভাল কাজের বীজ রেখে গেছেন নাকি কেবল দুর্নীতি ও বিধ্বংস করে গেছেন।

সুরা আত তাহা'র ১০৮ ঠেকে ১১১ পর্যন্ত আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

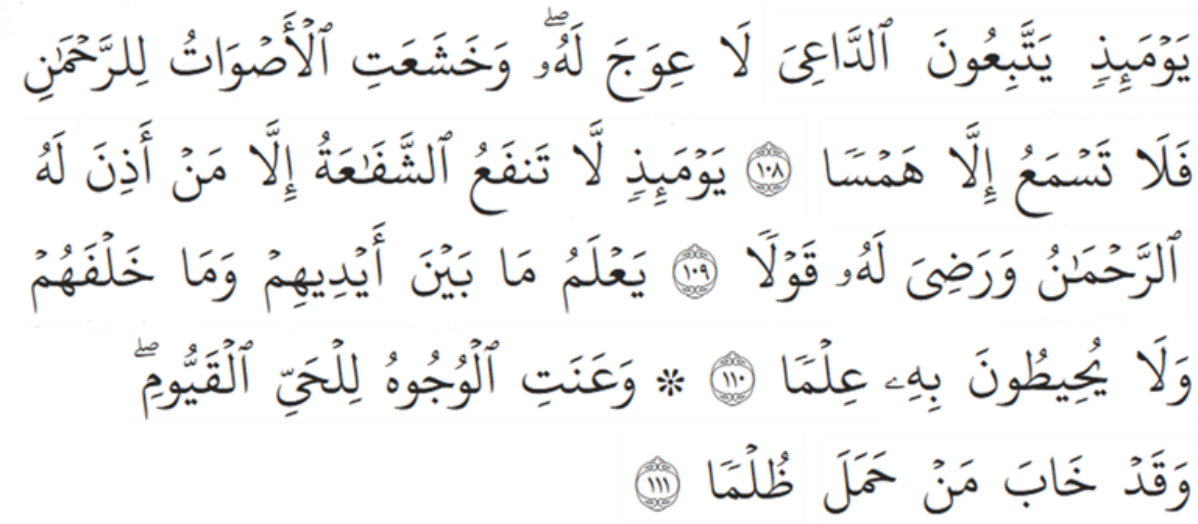
يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُۥ ۖ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ
فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ
ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًا ﴿١١٠﴾ * وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۖ
وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾

অর্থঃ *সেই দিন তারা আহবানকারীর অনুসরণ করবে, যার কথা এদিক-সেদিক হবে না এবং দয়াময় আল্লাহর ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না। সেইদিন কোনো সুপারিশে কাজ হবে না তাঁর ব্যতীত যাঁকে পরম করুণাময় অনুমতি দিয়েছেন, আর যার কথায় তিনি সন্তষ্ট হবেন।*

তিনি জানেন কি আছে তাদের সামনে আর কি রয়েছে তাদের পেছনে, আর তারা এটি জ্ঞানের দ্বারা ধারণা করতে পারে না।
সেই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ীর সামনে সব মুখমন্ডল অবনমিত হবে এবং সে ব্যর্থ হবে যে জুলুমের বোঝা বহন করবে

সম্মানিত ভাইয়েরা আমার,

দুনিয়ার জগতে নানারকম ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের কর্মফলের কথা। মনে রাখতে হবে মানুষকে কথা দেয়ার কথা। অন্যের প্রতি উদাসীনতাও অবহেলা প্রদর্শনকরতঃ আমরা যেন এমন কিছু না করি যা বিচারের দিনে কেবল ক্ষতি এবং অনুশোচনা বয়ে আনবে।

ইমাম আল হাসান আল বাসরী বলেছিলেন,

إِنَّمَا خَفَّ ٱلْحِسَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ حَاسَبُوا أَنْفُسَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا، وَإِنَّمَا شَقَّ ٱلْحِسَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى قَوْمٍ أَخَذُوا هَذَا ٱلْأَمْرَ مِنْ غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ.

অর্থঃ বিচারের দিনে সাড়া দেয়া সেইসব মানুষের জন্য খুবই সহজ হবে যাঁরা নিজের কাজকে নিজেই পর্যালোচনা করেন এবং সেগুলির জন্য নিজেকে জবাবদিহি করতে পারেন এবং তাদের জন্য কঠিন হবে যারা নিজেদের কাজকে পর্যালোচনা না কোরে এবং নিজেকে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন করায় না, “

নিজেদেরকে সকল দুর্নীতি পরায়ণতা থেকে দূরে রাখুনঃ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার সঙ্গে সম্পর্কটি তাকওয়া বা সচেতনতা দিয়ে এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কটি করুণা ও মঙ্গলময়তা দিয়ে এবং এই পৃথিবীকে ধৈর্য, সংযম ও হিসাব নকাশের দ্বারা অলংকৃত করুন।

ইমাম তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত আবু যার-এর একটি হাদীস আছে যে সম্পর্কে নবী করিম (সঃ) আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন যার অর্থঃ

اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

ওর্থঃ যেখানে সম্ভব মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা সম্পর্কে সচেতন থাকো এবং একটি মন্দ কাজ করলে আর একটি ভাল কাজ দিয়ে তা মুছে দাও এবং সকল লোকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো।

সম্মানিত সুধী,

শেষ দিবসের প্রতি অবিচল আস্থা এবং নিরন্তর আমাদের পরকাল সম্বন্ধে সচেতন থেকে আমরা একটি ধার্মিক জীবন যাপন করতে পারি , মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার করুণা ও সন্তুষ্ট লাভ করতে পারি, এবং জান্নাতবাসীদের একজন হওয়ার জন্য তাঁর নির্দেশিত সকল বাধ্যবাধকতাগুলি মেনে চলতে পারি।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আমরা এই প্রার্থনায় অবিচল থাকি যে, আমাদেরকে যেন তিনি সেই সচেতনতা ও প্রজ্ঞা দান করেন যাতে করে আমরা তাঁদের একজন হতে পারি যাঁরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত বিশ্বাস রক্ষার্থে নিরলস পরিশ্রমী এবং যাঁরা ইহকালে ও পরকালে তাঁর করুণা ও সন্তুষ্টি লাভে যোগ্য। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

SECOND KHUTBAH

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ وَلِّ أُمُوْرَنَا خِيَارَنَا، وَلَا تُوَلِّ أُمُوْرَنَا شِرَارَنَا، وَارْفَعْ مَقْتَكَ وَغَضَبَكَ عَنَّا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا، وَحَوِّلْ حَالَنَا إِلَى أَحْسَنِ الْأَحْوَالِ، وَفَرِّجْ مَا نَزَلَ بِنَا مِنَ الْأَهْوَالِ، بِقُدْرَتِكَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ

يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.